R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ব্যবসায়কে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

অরঙ্গাবাদে টি. বি. চেষ্ট-ক্লিনিক পরিকল্পনা এখনও বিশ বাঁও জলের তলায়

বিড়ি-শ্রমিকদের দেয় অর্থের সদ্ব্যবহার আজও হোল না

অরঙ্গাবাদ, ২২শে এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি ও সমশেরগঞ্জ থানায় প্রায় ৫৫ হাজারের মতন বিড়ি-শ্রমিক ও কারিগরের বাস। শ্রমিকদের মধ্যে মারাত্মক যক্ষ্মা রোগ অতি প্রসারিত। অথচ যক্ষ্মা আজ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। কিন্তু চিকিৎসার অভাবে তাদের একদিন অকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। শ্রমিকদের এই অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে ১৯৫৯ সালে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি-শ্রমিক ইউনিয়নের তৎকালীন সহ-সভাপতি জনাব লুৎফল হক ও সম্পাদক শ্রীসরল গুহের নেতৃত্বে শ্রমিক ও শিল্পপতিগণের কাছ থেকে চাঁদা বাবত নগদ ১৫০০০৲টাকা সংগৃহীত হয়। তাঁরা অরঙ্গাবাদে বিড়ি-শ্রমিকদের কল্যাণে একটি যক্ষ্মা রোগের বক্ষ চিকিৎসা কেন্দ্র (T. B. chest clinic) স্থাপনের জন্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট ব্যাঙ্ক ড্রাফট মারফৎ (State Bank of India-Draft No. 771144, dated 16th December, 1959) এককালীন পনেরো হাজার টাকা জমা দেন। ডাঃ রায় এ ব্যাপারে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন। অথচ তারপর প্রায় পনেরোটি বছর অতীত হ'তে চলেছে—অরঙ্গাবাদে আজ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের কোনো বক্ষ চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হোল না। বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তর বিড়ি-শ্রমিকগণের রক্ত জল করা সঞ্চিত বিপুল অর্থের কি সদ্ব্যবহার হোল সে ব্যাপারে একটু ওয়াকিবহাল হবেন কি ?

অরঙ্গাবাদের বিড়ি-শিল্প সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী করতে পারে। সরকার

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

জঙ্গিপুর—'৭৩

১৯৭৩ সালে জঙ্গিপুর মহকুমায় বারজনকে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। মহকুমার পাঁচটি থানার মধ্যে সামসেরগঞ্জ থানা এ ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। সেখানে ঐ বৎসর খুন হয়েছেন পাঁচ জন। অন্যান্যবারের মত ১৯৭৩ সালেও ডাকাতির ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সাগরদীঘি থানা, তিনটি ডাকাতির বদনাম নিয়ে। মহকুমায় মোট ছ'টি ডাকাতি ঐ বৎসর সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য ১৯৭২ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে মহকুমার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। জঙ্গিপুর '৭৩ এর এই চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে পুলিশী পরিসংখ্যানে।

ইট বোঝাই ট্রাক উল্‌টিয়ে একজনের মৃত্যু ও ন'জন আহত

জঙ্গিপুর, ২৩শে এপ্রিল—আজ সকাল দশটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ ২নং উন্নয়ন সংস্থার অধীন স্পেশ্যাল এমপ্লয়-মেণ্ট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত রামপুরা—নূতনগঞ্জ ঘাট রাস্তায় কর্মরত ইট বহায় ট্রাক (W. G. Q. 487) প্রায় আড়াই হাজার ইট ভর্ত্তি অবস্থায় চুনাখালি—রামপুরা সীড ফার্মের অনতিদূরে হঠাৎ উল্‌টিয়ে যায়। ট্রাকের উপর কুলিসহ যে দশজন ছিল তারা সকলেই ইট ও ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে যায়।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

আজকের ফরাক্কা— কালকের ভাবনা

চঞ্চল সরকার

ফরাক্কা—ফরাক্কা বাঁধ সংক্রান্ত বর্ত্তমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুশীর কারচুপি পঃ বঙ্গ সরকার যাতে জানতে না পারেন তার জন্য কর্মবিরতির সুযোগে পঃ বঙ্গের এখানে নিযুক্ত স্থানীয় ইনজিনীয়ারগণকে প্যাভে-লিয়ানে ফেরত পাঠাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট সেচ দফতর। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা নয় যে রাজ্য সরকার তাদের সব ব্যাপারে নাক গলাক। কিন্তু বাইরের সেই মন মাতান হাসি 'আইয়ে আউর ফরমাইয়ে' নীতি ঠিকই বহাল। রাজ্য সরকার মনে হয়, এই হাসি-নীতি সম্পর্কে সজাগ। তাই বলেছেন ডিপুটেশনিষ্ট ইনজিনীয়ারগণ যাঁরা এখনো ফরাক্কায় আছেন, তাঁরা রাজ্যের স্বার্থে, নিজেদেরও স্বার্থে ফরাক্কায় থাকবেন। রাজনীতি আর কূটনীতির দাবা খেলা যাদের নেশা, তাঁরা নিজ বা পর দেশ কিছুই বোঝেন না অন্ততঃ স্বার্থের ব্যাপারে। তাই দেখতে পেলাম এখানে সুকৌশলে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী ইনজিনীয়ারদের রাজ্য সরকারের দফতরে ফেরত পাঠাবার সব অপচেষ্টা। কর্মবিরতির সুযোগ নিয়ে 'এ্যাড-হক' হিসেবে সরাসরি নিযুক্ত ইনজিনীয়ারদের প্রমোশন দিয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়েই আর ছেড়ে দেবার নির্দ্দেশ দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র জেনারেল ম্যানেজার শ্রীজি, কে দত্ত প্ল্যানিং এবং ডিজাইন সারকেলে অধীক্ষক বাস্তুকার হিসেবে যোগদান করেছেন। বর্ত্তমানে জেনারেল ম্যানেজারের পদে বৃত আছেন শ্রীজে, এন, মণ্ডল। তাঁকে বলা হচ্ছে এখানে 'বুধ রাজা, তাঁর মন্ত্রীদ্বয় শনি আর রাহু'। কথাটির তাৎপর্য্য আছে।

কাজে অভিজ্ঞ রাজ্যের ইনজিনীয়ারদের বসিয়ে দেয়ার কুফল ইতোমধ্যেই ফলেছে যার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারীও হতে পারে। আশঙ্কা, এ বছর ফীডার ক্যানেল দিয়ে গঙ্গার জল প্রবাহিত হচ্ছে না। তড়িঘড়ি কাজ দেখাতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ ফীডার ক্যানেলের

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

॥ প্রতিশ্রুতির অপ্রশ্রুতি ॥

আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান জঙ্গিপুরবাসী আরও একবার হতাশ হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন এক—হইল আর এক। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অশিক্ষক, অভিভাবক-গুণগ্রাহীর দল শুভ বৈশাখে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন এক রাজপুরুষকে। নববর্ষে রাজদর্শন 'নূনং ফলতি ভাগ্যেষু'। ইহার সঙ্গে জঙ্গিপুরবাসীর কিছু প্রার্থনাও ছিল। কিন্তু এত করিয়াও বরফ গলিল না! রাজপুরুষ সাফ জানাইয়া দিলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতে পারেন না বলিয়াই প্রতিশ্রুতি দেন না।

কত কাঠ-খড় পুড়াইয়া শিক্ষামন্ত্রীকে জঙ্গিপুর কলেজে আনা হইয়াছিল। তিনি আসিলেন, শুনিলেন এবং বলিলেন। অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত দাবী তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কলেজে বাণিজ্য বিভাগ চালু করিতে হইবে। এই দাবী নূতন নহে। বহু দিনের পুরাতন এবং সর্ব্বজন-স্বীকৃত এই দাবীকে দীর্ঘদিন ধরিয়াই নস্যাৎ করা হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রী নূতন বৎসরের প্রথম দিনেই বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে পারি না বলেই প্রতিশ্রুতি দিই না। তবে কলেজের সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।"

আধুনিক রাজনীতি বনাম সহানুভূতির সুক্ষ্ম বিচক্ষণতায় তিনি উত্তীর্ণ। কেহ বুঝিতে পারিলেন, কেহ বিরক্ত হইলেন। আশাবাদীরা হতাশ হইলেন। শিক্ষামন্ত্রী নিজে একজন অধ্যাপক কাম-রাজনীতিজ্ঞ। সহজ সরল স্বীকারোক্তিতে তিনি হাততালি কুড়াইয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, এখানে আসিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। স্থানীয় এম, এল, এ-র নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি 'জঙ্গি' শহর দেখিবার বাসনায় সরকারী পেট্রোল খরচ করিয়া এতদূর আসিয়াছেন। 'এত বড় কলেজ বিল্ডিং'-এ এত সমস্যা আছে জানিলে তিনি বোধ হয় আসিতেন না। তিনি বেড়াইতে আসিয়াছেন বলিয়াই বুঝি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। স্মারকলিপির বাস্তব সমস্যাগুলি এবং মানপত্র মানপাতার মত তাঁহার বিবেকে জালা ধরাইয়া দিয়াছিল। তাই তিনি কলেজ বিল্ডিং সম্পূর্ণ ঘুরিয়া দেখিবার সময় পান নি, সভা সমাপ্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্থান করিয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১লা বৈশাখের প্রতিশ্রুতি কলেজের মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নহে—কেবলই সহানুভূতির যাহা আজকাল হামেশাই অনেকে দিয়া থাকেন—যাহার কোন বাস্তব মূল্য-বোধ থাকে না।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

মৎপুত্র হাবা একটি ইন্টারভিউতে কতকগুলি প্রশ্নের যে উত্তর দেয় :

প্রশ্ন—কারেণ্ট এ্যাফেয়ার্স সম্বন্ধে বলুন।

উত্তর—ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট সাপ্লাইয়ে যে ক্রনিক ম্যালাডি।

প্রশ্ন—ডেস্‌ক্রাইব্ এ মডার্ণ সিটি অব্ বেঙ্গল।

উত্তর—এ প্লেস অব্ হিউম্যান্ কনজেশন সাফারিং ফ্রম সাপ্লাই অব্ ফুড, ওয়াটার এ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিসিটি।

প্রশ্ন—স্বাধীনতা উত্তর দেশ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর—খাওয়ার ব্যাপারটা এখানে লাক্‌সারি; পয়সা (কালো) ফেললে প্রাপ্তব্য। পরার কথা ভাবা যায় না। যাতায়াতের জন্যে মাথা ধরে। ট্রেন কখন ছাড়বে জানা নেই, গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারা যাবে কিনা ঠিক নেই অথচ বছর বছর ভাড়া বাড়ে। বাম্পার ক্রপ কানে শোনা যায়, হাতের নাগালে নয়। সরকারী-বেসরকারী অফিসগুলোয় সাধারণে কাজ পাবে তখনই যখন কিছু ঝাড়তে পারা যায়; অফিসগুলোয় লালফিতে, কাজ চাপা থাকা, তদুপরি বেতনবৃদ্ধির দাবী। রাজনৈতিক দলগুলোতে যখন তখন নয়-ছয় জোট। শিক্ষাধারায় হরেক-রকমের পরীক্ষা; ব্যবসায়ীর স্বর্ণযুগ, কেননা জিনিসের দাম বাড়ানর অপ্রতিহত ক্ষমতা। জাল ওষুধ অবাধে বাজারে ছেয়ে পড়ায় প্রত্যেকের আত্মাহুতির পথ প্রশস্ত। হরদম 'মানতে হবে'-র মিছিমিছি মিছিল। জনজীবনে নাভিশ্বাস, তাই নিঃসাড়। পদাসীনদের সমস্যার বাস্তব দিকের চিন্তারও কর্মে অভাব, অথচ পোজিশন-পজেশনে তৎপরতা; তাই যুবসম্প্রদায় ক্ষেপিয়ে দিয়ে অভীষ্ট-সাধনের প্রচেষ্টা ও যুবশক্তির অবক্ষয় ঘটানো। বন্দুক-বেয়নেটে নির্বাচন আর গণতন্ত্রের সাফল্য ঘোষণা। পাঁচশালার মন্ত্রীত্বে পাঁচপুরুষ কায়েম। রাজা-মন্ত্রীর ধর্ম ট্যুর ও বিদেশী অতিথি আপ্যায়ন কর্ম.....

প্রশ্নকর্তা—থাক্, আচ্ছা আপনি আসুন।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

অবহেলিত ক্লাব

১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মোরগ্রাম যুব সংঘ' ক্লাবের সদস্য হিসেবে আমি আপনার বহুল প্রচারিত জঙ্গিপুর সংবাদের মাধ্যমে ক্লাবের বর্ত্তমান অব্যবস্থার অবসানকল্পে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ১) সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের সংবিধান এখন পর্যন্ত রচিত হয়নি; ২) গত দু'বছর ধরে ক্লাব বন্ধ হয়ে আছে; ৩) ক্লাবের অর্থ তহবিল সম্পর্কে সদস্যরা ওয়াকিবহাল নন; এবং ৪) ক্লাবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পাদক বানচাল করে দিয়েছেন। ক্লাবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উল্লিখিত অব্যবস্থাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবং সাগরদীঘি ব্লকের উন্নয়ন সংস্থাধিকারিককে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক্লাবের জনৈক সদস্য
মোরগ্রাম।

তাড়ির অবাধ কারবার

জঙ্গিপুর, ২০শে এপ্রিল—প্রতি বছরের মত এবার জঙ্গিপুরের তাড়ির দোকান বিক্রী না হওয়ায় একস্থানে তাড়ি বিক্রী সীমাবদ্ধ নাই। পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে তাড়ি বিক্রী অবাধে চলছে। এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মসভা

সাগরদীঘি, ১৬ই এপ্রিল—শ্রীমদ্ স্বামী রামানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রস্তাবিত যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে গতকাল এই থানার বালিয়ায় উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দত্তের সভাপতিত্বে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নামযজ্ঞ, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এ, ই, ও শ্রীসুলভ মাইতি।

আশে পাশের প্রায় ত্রিশটি গ্রামের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত হন। ৮,৫০৭ জন দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সকলকে ধন্যবাদ জানান আশ্রম কমিটির সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাহা। সনাতন হিন্দু ধর্মকে কিভাবে সংস্কার মুক্ত করে অনুশীলন করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীমদ্ স্বামী মহারাজ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভাদুড়ী, শ্রীবল্লভ গোস্বামী।

* * *

গত ১৪ই এপ্রিল এখানে বর্ষশেষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহফিল মিলাদে মহম্মদ রসুলের জীবনী ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌলভী আবদুস সামাদ চৌধুরী এবং মওলানা কাবেজ সেখ।

চাকরির ফাঁদে

হিলোড়া, ২২শে এপ্রিল—একটা চাকরির জন্য একজন বেকার কি না করতে পারেন তার একটি সুন্দর নজীর পাওয়া গিয়েছে গত ১০ই এপ্রিল বহরমপুরে, হিলোড়ার চারজন বেকারের ক্ষেত্রে। তাঁরা চাকরির ফাঁদে পড়ে নিজেদের ক্ষতিবৃদ্ধি নিজেরাই করে ফেলেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, বহরমপুরের কোন একটা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সুবোধ চ্যাটার্জী ওরফে মানিক ৫০০ টাকা দিলে তাঁদের নেভিতে চাকরি করে দেবার লোভ দেখায়। বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে তাঁরা নির্দ্দিষ্ট দিনে বহরমপুর গিয়ে দশ টাকা সেলামী সহ ৫০০ টাকা এবং সারটিফিকেট বিজন দাস (হায়ার সেকেণ্ডারী) নামে অপর একজন যুবক মারফৎ সুবোধের হাতে তুলে দেন। পরে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে সুবোধ তাঁদের সারটিফিকেট এবং টাকা সমেত চম্পট দেয়। বিজন সেগুলি উদ্ধারের জন্য আরও নাকি ১০০ টাকা দাবি করেছে।

অভাবের তাড়নায় শিশুহত্যা

সাগরদীঘি, ১২ই এপ্রিল—অভাবের তাড়নায় মানুষ কত জঘন্যতম কাজ করতে পারে তার প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল গতকাল রাত্রে মোরগ্রাম ষ্টেশনে।

প্রকাশ, অভাবের জ্বালায় দীর্ঘদিন ধরে নলহাটী থানার শিমলান্দী গ্রামের মদন মিস্ত্রী খাবার জোটাতে না পেরে ঘটনার দিন এখানে এসে তার দেড় বছর বয়সের একমাত্র শিশুপুত্রকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যায় বোথারায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেখান থেকে শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে মোরগ্রাম ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। ডাউন আজিমগঞ্জ-নলহাটী প্যাসেঞ্জার ট্রেণটিকে দৈত্যের মত এগিয়ে আসতে দেখে সে ঘুমন্ত শিশুটিকে লাইনের ওপর শুইয়ে রেখে পালিয়ে যায়। ট্রেণটি তাকে দ্বিখণ্ডিত করে চলে যায়। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত মদন পলাতক।

কংগ্রেস সেবাদলের সাংগঠনিক সভা

বহরমপুর—জেলা কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিতে সেবাদল প্রতিনিধি রাখতে হবে, সেবাদলের নামে জেলা কংগ্রেস থেকে বাজেট ধার্য করতে হবে, সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন এম, এল, এ-দেরকে কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিয়োগ করতে হবে এবং প্রতি মাসের মধ্যে জেলা কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির একটি সভা করতে হবে ও নির্দেশাবলী সেবাদলকে জানাতে হবে—এই চারটি দাবির ভিত্তিতে গত ৭ই এপ্রিল জেলা কংগ্রেস অফিসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সেবাদলের এই সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখেন প্রদেশ সেবাদল সংগঠক ডাঃ ভূপেশ মজুমদার, জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আজিজুর রহমান প্রমুখ।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় রিক্সা ভাড়া বাড়ল

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে এপ্রিল—উত্তরোত্তর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকায় জঙ্গিপুর পৌরসভা গত ১লা এপ্রিল থেকে শহরের রিক্সা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। বর্দ্ধিত ভাড়ার উপরেও যদি কোন রিক্সা চালক আরোহীর কাছ থেকে বেশী ভাড়া চায় তাহলে আরোহীকে পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রিক্সা ভাড়া কিভাবে বাড়ানো হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল :—

রঘুনাথগঞ্জ পাড়ে

দূরত্ব	আগে কত ছিল	এখন কত হ'ল
১। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হ'তে গাড়ীঘাট, সদরঘাট, সিভিল কোর্ট, এস, ডি, ও কোর্ট	০.৬০	০.৭৫
রেজেষ্ট্রী অফিস, জেলখানা	০.৬৫	০.৮০
ঐ বালিঘাটা কুঠি পর্যন্ত	১.০০	১.১০
ঐ গুজিরপুর পর্যন্ত	১.০০	১.২০
২। গাড়ীঘাট/সিনেমা হল/ফুলতলা হইতে সদরঘাট	০.৩০	০.৩৫
ঐ কোর্ট পর্যন্ত	০.৩৭	০.৪০
ঐ গুজিরপুর	০.৫০	০.৭০

জঙ্গিপুর পাড়ে

দূরত্ব	আগে কত ছিল	এখন কত হ'ল
১। সদরঘাট হ'তে গাড়ীঘাট	০.৩০	০.৩৫
ঐ মহম্মদপুর শেষ সীমা	০.৪০	০.৫০
ঐ জয়রামপুর মাঠপাড়া, মোড়লপাড়া	০.৫০	০.৬০
ঐ রাধানগর	০.৬০	০.৭৫
ঐ বরজ পর্যন্ত	০.৩০	০.৬০
ঐ ছোটকালিয়া পর্যন্ত	০.৪০	০.৬০
ঐ জয়রামপুর	০.৫০	০.৬০
ঐ রাধানগর পাকুরতলা	×	১.০০
২। গাড়ীঘাট বাসষ্ট্যাণ্ড হ'তে ছোটকালিয়া পর্যন্ত	×	০.৬০
ঐ গোফুরপুর	×	০.৬০
ঐ জয়রামপুর পর্যন্ত	×	০.৭০
ঐ মোড়লপাড়া	×	০.৭৫
ঐ রাধানগর (ফুলতলা)	×	১.২৫
* টাউন মধ্যে উভয় পাড়ে এক ওয়ার্ড হ'তে সংলগ্ন ওয়ার্ডে	০.৩০	০.৩৫
* রিক্সা আধঘণ্টা পর্যন্ত আটকালে	০.১০	০.২৫

বার এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতি গঠন

জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত বার এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় গত ১৭ই এপ্রিল নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়েছে আগামী বৎসরের জন্য। দু'জন সহ-সভাপতি এবং দু'জন সহ-সম্পাদকসহ সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীরাজেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীসুকুমার চ্যাটার্জী এবং শ্রীসমীরকুমার চক্রবর্ত্তী।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

বসন্ত রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে

জঙ্গিপুর, ১৯শে এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমা নন্ মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পারশোন্যাল এসোসিয়েশনের গত ৭ই এপ্রিলের এক সাধারণ সভায় জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকায় বসন্ত রোগ সংক্রামক আকার ধারণ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং সম্পাদক যতীন পাল ছুটির দিনেও সমস্ত কর্মীকে সেচ্ছাসেবক হিসেবে সংক্রামক প্রতিরোধে নামতে অনুরোধ জানালে সকলেই এক বাক্যে তা মেনে নেন।

আইসক্রীম মেসিন বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার সন্নিকটে অবস্থিত দু'টি চালু আইসক্রীম মেসিন বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।
দিলখোস আইস ক্যাণ্ডি ফ্যাক্টরী
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

৩ জন নকশাল সহ মিসায় ৯ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১৮ই এপ্রিল—তিনজন নকশাল সহ সাড়ে তিন মাসে ৯ জন সমাজবিরোধীকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নকশালদের এই মাসের গোড়ার দিকে এই থানার বোথারা গ্রাম থেকে এবং সমাজবিরোধীদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এক সাক্ষাৎকারে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীশংকর চ্যাটার্জ্জী এই খবর জানিয়ে বলেছেন যে, সমাজবিরোধীদের উপর মিসা আইন প্রয়োগের পর এই থানা এলাকায় হিংসাত্মক এবং অপরাধ-মূলক ক্রিয়াকলাপ এই সাড়ে তিন মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

শহীদ দিবস পালন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই এপ্রিল—সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আজ এখানেও "শহীদ স্বরাজ সাহা দিবস" পালন করা হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সি, পি, আই, (এম) জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষে নিমাই সেনগুপ্ত, এস, এফ, আই-এর প্রভাত ব্যানার্জী, ডি, ওয়াই, এফ-এর পক্ষে গিয়াসুদ্দিন। শহীদ দিবস পালনের পর এক দৃপ্ত ছাত্র-যুব মিছিল ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে শহর পরিক্রমার পর এস, ডি, ও-র নিকট দাবীসমূহ পেশ করেন।

১ম পৃষ্ঠার পর [ইট বোঝাই ট্রাক উল্টিয়ে]

এই রাস্তায় কর্মরত ওভারশীয়ার অশোক সাহা ও স্থানীয় লোকেদের যৌথ প্রচেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করা হয় এবং চিকিৎসার জন্য তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দশজনের মধ্যে কালু সেখ (২২) ও হাবিবুর সেখের অবস্থার অবনতি দেখে তাদের বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাসপাতালে এ্যামবুলেন্স না থাকায় মহকুমা শাসকের জীপযোগে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে জীপে ওঠাবার সময় এখানে কালু সেখ মারা যায়। অন্যদের অবস্থা উন্নতির পথে।

সংবাদে প্রকাশ, ট্রাকে ড্রাইভার ছিল না, আহত সহকারী 'কমল' গাড়ি চালাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর ড্রাইভার রঘুনাথগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করে।

১ম পৃষ্ঠার পর [আজকের ফরাক্কা—কালকের ভাবনা]

বাগমারি ও পুঁঠিমারির মধ্যবর্ত্তী তিন মাইল অংশের এবং ফরাক্কা ও শঙ্করপুর মধ্যবর্ত্তী সাড়ে ছ'মাইল অংশের আটকিয়ে রাখা প্রচুর জল বাগমারি নদী দিয়ে বার করে গঙ্গায় ফেলে দেয়ায় জলের উচ্চতা কমে গিয়েছে, যার ফলে মাটিকাটা কাজে নিযুক্ত ড্রেজারটিকে বাগমারি পর্যান্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ফরাক্কার নয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভাবছেন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার এবং সংবাদ যাতে না বেরিয়ে পড়ে তার সর্বতো চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখন এক সূত্র নিয়ে চিন্তা করছেন যে, ব্যারেজের গেট বন্ধ করে গঙ্গার জল দশ ফুট ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্যানালে জল ঢোকাবেন। এর ফল সম্পর্কে তাঁরা ভাবছেন কিনা জানা যায়নি। তবে ভাবছেন হয়ত। নইলে, এ বুদ্ধি খাটালে ব্যারাজের উজানে ভাগলপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই তীরসহ চরের চষা জমিসহ সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাবে এবং বাঁধের ভাটিতে স্রোত যাবে শুকিয়ে। আন্তর্জাতিক সমস্যাকে ডেকে আনা হবে ওই সার্থে।

আহিরণের কাছে ড্রেজারের কাজ মোটেই আশাপ্রদ নয়। দুই প্রমোশনপ্রাপ্ত ইনজিনীয়ার দায়দায়িত্ব শ্রমিক কর্মচারীদের কাঁধে চাপাতে চাইছেন কর্ত্তৃপক্ষের সাথে আঁতাত করে। ক্যানালের আর-ডি ৯২ থেকে ৯৭ পর্য্যন্ত অংশের মাটি কাটা অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সাড়ে তিন লাখ টাকা পেয়ে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট অটোয়াল কোম্পানী।

ধুলিয়ান—পাকুড় সড়কে সেতুর কাজ শেষ করার কোন রকম ব্যবস্থা এখনো নেয়া হয়নি। সেতুর কাজ শেষ না হলে বা ক্যানাল পারাপারের বিকল্প ব্যবস্থা না হলে ওই অংশের মাটি কাটা সম্ভব নয়।

১ম পৃষ্ঠার পর [অরঙ্গাবাদে টি, বি চেষ্টক্লিনিক পরিকল্পনা]

আবগারী শুল্ক বাবদ এই শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব পান। ব্যবসাদার, মহাজন ও ফড়িয়ার দল কোটি কোটি টাকা মুনাফা লোটে। দিনের পর দিন শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর নোংরা ও জীর্ণ পর্ণ কুটিরের পাশে মালিকের বিরাট বিরাট ইমারত ও প্রাসাদ গড়ে উঠছে। কিন্তু শ্রমিকের দুরবস্থার কথা কেউ ভাবে না, চিন্তা করে না। প্রথমতঃ যে নিম্নতম মজুরী তারা পায় তাতে আজকের এই দুর্মূল্যের বাজারে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা যায় না। আবার এই মজুরীরও সিংহভাগ যায় মুনসী আর দালালদের গহ্বরে। সুতরাং অধিকাংশ দিন অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাতে হয় শ্রমিকদের। তারই ফলে, অনাহারজনিত অপুষ্টির কারণে এবং ফুসফুসের মধ্যে তামাকের নিকো-টিনের বিশ্রী প্রতিক্রিয়ার জন্যে যক্ষ্মারূপ মহামারীর কবলে তিল তিল করেই জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় শ্রমিকদের। অথচ এর প্রতিরোধে সকল পক্ষই সমভাবে উদাসীন।

জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি-শ্রমিক ইউনিয়নের (আই, এন, টি, ইউ, সি পরিচালিত) তৎকালীন সহ-সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি জনাব হাজী লুৎফল হক (এম, পি) সাহেবের শ্রমিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত সেই ১৫০০০৲ হাজার টাকার কথা এখনও স্মরণে আছে কি? যে বিড়ি-শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরী করেছিলেন—সেই শ্রমিকদের ক্ষয়রোগে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে বক্ষচিকিৎসা কেন্দ্র পরিকল্পনার ১৯৫৯ সনের পুরোনো ফাইলটা উদ্ধার করার কথা মাননীয় সংসদ সদস্য সাহেব ভেবেছেন কি? তাছাড়া বামপন্থী ইউনিয়নগুলি নানান ব্যাপারে সোচ্চার হন, কিন্তু বিড়ি-শ্রমিকদের দেয় অর্থের সদ্ব্যবহার যে আজও হোল না—এ ব্যাপারে তাঁরাই বা নীরব কেন?

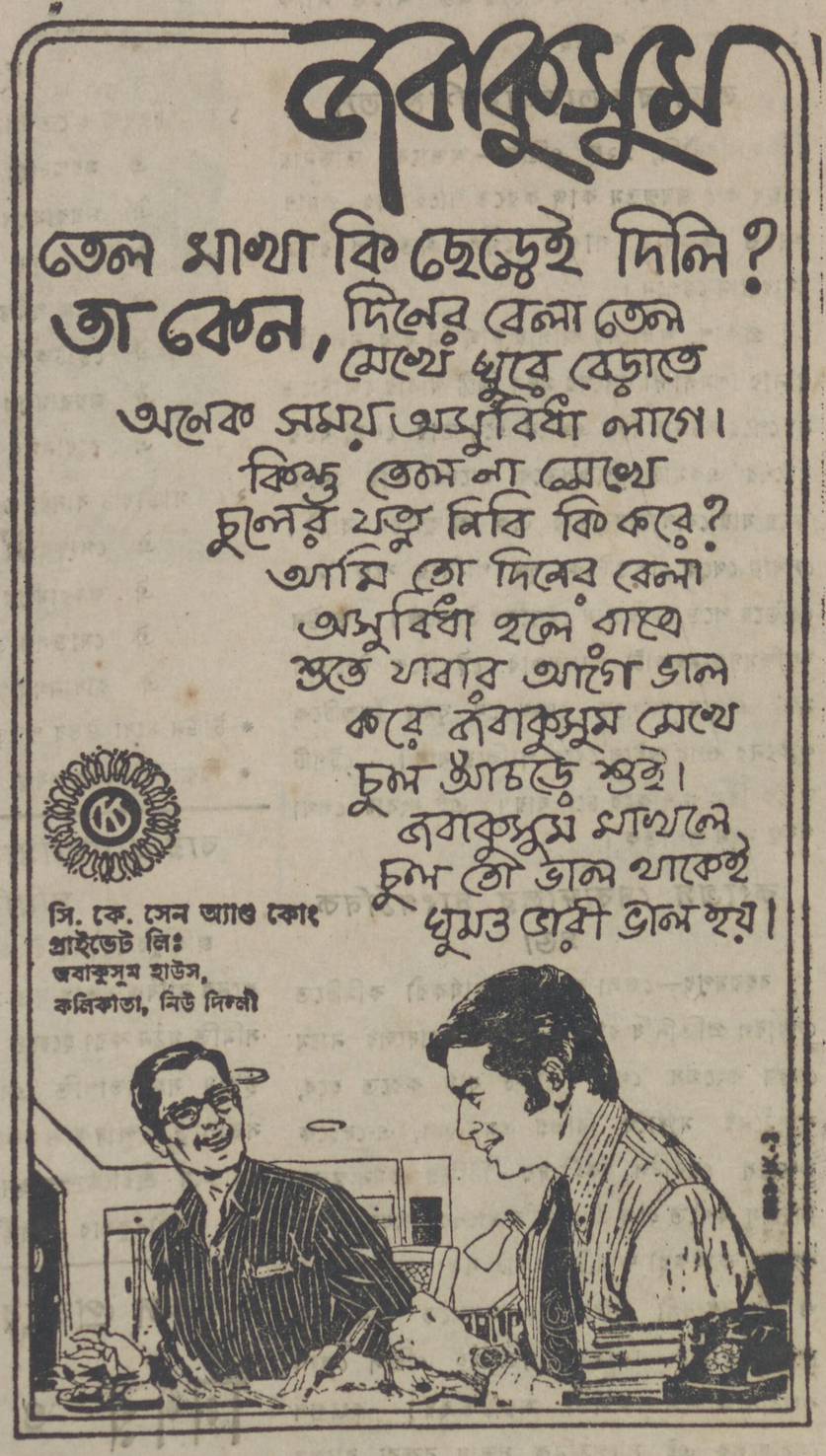

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।